নাসিরনগরে সাম্প্রদায়িক হামলা: ইন্ধনে কারা?

গত ৩০শে অক্টোবর ফেসবুকে প্রকাশিত একটি ছবিকে কেন্দ্র করে নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর এবং মন্দিরে হামলা চালায় একদল লোক। এর কয়েকদিন পর আবার কিছু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময়কালে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই শতাধিক বাড়ি ও ১৫ টি মন্দিরে ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ চালানো হয়। রসরাজ দাস নামের যে হিন্দু জেলের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে কাবা শরীফের প্রতি অবমাননাকর ছবিটিকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা, তাকে ২৯ অক্টোবর তারিখেই আটক ও মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। গ্রেফতারের পরেও সেদিন বিকেলে রসরাজ দাসের ইউনিয়ন হরিপুর এলাকায় মাইকিং করা হয়, তার গ্রাম হরিণবেড় বাজারে মিছিল-সমাবেশের ঘটনা ঘটে, নাসিরনগর উপজেলা সদরেও মাইকিং-মিছিল সমাবেশ হয়। এরপরের দিন, অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর, হরিণবেড় বাজারে সকালবেলা জমায়েত শুরু হয় এবং রসরাজের গ্রামে প্রথম ভাংচুর হয়। তারপরে জমায়েত ট্রাকে করে নাসিরনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নাসিরনগরে দুটো সমাবেশ হয় এবং এই সমাবেশ থেকেই নাসিরনগরের হিন্দু বাড়িঘর ও মন্দিরে আক্রমণ সংঘটিত হয়। প্রথম আলো ও বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের খবর অনুযায়ী – ৩০ অক্টোবর সকালে 'খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' নেতারা নাসিরনগর ডিগ্রি কলেজ মোড়ে 'নাসিরনগর আপামর তৌহিদি জনতার' বিক্ষোভের ডাক দেন। আর 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' নেতারা নাসিরনগর খেলার মাঠে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেন। হবিগঞ্জের মাধবপুরেও ডাকা হয় এক কর্মসূচি। রসরাজের শাস্তির দাবিতে একদল মাদ্রাসা শিক্ষার্থী দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। আর কয়েকশ লোক সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর বলেন, অবরোধ থেকে একদল লোক দেশি অস্ত্র নিয়ে নাসিরনগর সদরের দত্তবাড়ির মন্দির, নমশুদ্রপাড়া মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, ঘোষপাড়া মন্দির, গৌরমন্দির গুঁড়িয়ে দেয়। উপজেলা সদরের দত্তপাড়া, ঘোষপাড়া, গাংকুলপাড়া পাড়া, মহাকাল পাড়া, কাশিপাড়া, নমশুদ্রপাড়া, মালিপাড়া, শীলপাড়ায় হামলা হয়েছে। কিছু পত্রিকায় নাসিরনগরের দুটি সমাবেশের একটি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' ডাকে এবং অপরটি হেফাজতে ইসলামের ডাকে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বস্তুত জামাত-শিবির বিরোধী এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বন্ধু সংগঠন, যা বিভিন্ন সময়ে হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছিল। ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর গণভবনে এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, "শেখ হাসিনা একজন মোত্তাকি। তিনি ক্ষমতায় থাকলে দেশ বালা মুছিবত থেকে হেফাজত থাকে। সুতরাং ইসলামও তার কাছে হেফাজত থাকবে" এবং প্রধানমন্ত্রী জবাবে বলেছিলেন, "সুন্নাত আল জাম'আত আমাদের আত্মার আত্মীয়"। (*সূত্র: বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর*)

হিন্দু মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাটের ঘটনায় আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরস্পরবিরোধী দুটি পক্ষকে ৩০ অক্টোবর নাসিরনগরে সমাবেশ করার অনুমোদনদাতা হলেন ইউএনও চৌধুরী মোয়াজ্জেম আহমদ। সমাবেশে ইউএনও এবং ওসি ছাড়াও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা বক্তব্য রেখেছিলেন। ৩০ অক্টোবরের ওই সমাবেশে লোকজন নিয়ে যোগ দেওয়ার অভিযোগে সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান, নাসিরনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক আবুল হাশেম, আওয়ামী লীগের চাপরতলা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সুরুজ আলী ও হরিণবেড় ইউনিয়ন সভাপতি ফারুক মিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। 'পরিস্থিতি নর্মাল আছে, হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা হয় নাই, অল্প কয়েকটা মন্দিরে হামলা হয়েছে' এবং 'মালাউনের বাচ্চারা আর সাংবাদিকেরা বাড়াবড়ি করছে' বক্তব্য দেয়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছায়েদুল হক এই তিনজনের বহিস্কারে ক্ষিপ্ত। তাদের নির্দোষ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। এদিকে অভিযোগ উঠেছে, নাসিরনগর উপজেলার চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় মন্ত্রীর প্রিয়পাত্র মনিরুজ্জামান সরকার, আহলে সুন্নাতের সমাবেশের বক্তৃতা করলেও, তাকে বহিস্কার বা গ্রেফতার কিছুই করা হয়নি। জেলা আওয়ামী লীগ অবশ্য প্রথম থেকেই ইউএনও, ওসির উপর দায় দিয়ে তাদেরকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে এসেছে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হচ্ছে, যে কারণে এই দায় দেয়া সেই আহলে সুন্নাতের সমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতারা নিজেরাই লোকবল সহ অংশ নিয়েছে। আওয়ামী লীগ কেন এইরকম ঘটনা ঘটালো তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ প্রকাশ পেলেও একটা ব্যাপারে এখানে পরিস্কার যে, এই ঘটনার পেছনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ও জড়িত।

রসরাজের আইডি থেকে ব্যঙ্গচিত্র ২৯ অক্টোবর রাত ১১টা ২৮ মিনিটে সর্বপ্রথম শেয়ার করেন আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহমেদ। তিনি তার স্ট্যাটাসে লেখেন, "নাসিরনগর হরিণবেড় গ্রামের একটি ছেলে পবিত্র কাবাঘরে শিবমন্দির বসিয়ে ব্যঙ্গ করে। ছেলেটির নাম রসরাজ দাস। তার বাবার নাম জগন্নাথ দাস। আজ শনিবার বেলা ১১টায় ফেসবুকে রসরাজ দাসের টাইমলাইনে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু লোক দেখতে পেলে ফেসবুকেই ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। আমি এ খবর পেয়ে নাসিরনগর থানার এসআই আশরাফুল ভাইকে বিষয়টি অবগত করি। আমি এবং খালেদ মোবারক এলাকার আরও জনগণ নিয়ে রসরাজকে ধরে ফেলি। তারপর প্রশাসন হরিণবেড় আসে। রসরাজকে এসআই আশরাফের কাছে হ্যান্ডওভার করেছি। আমি এই কুলাঙ্গারের দৃষ্টান্তমূলক সাজা চাই এবং ফাঁসি চাই"। ৩০ অক্টোবর এলাকার বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে ছবি তুলে আরেকটি প্রতিবাদী স্ট্যাটাস দেন ফারুক। এতে তিনি লেখেন, "সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা সেই কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে। এতে আমরা সমর্থন করি"। খোঁজ

নিয়ে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুকের ভাই কাপ্তান মিয়া রোববার সকালে এলাকার মাদ্রাসাছাত্রসহ দুই শতাধিক লোক নিয়ে ১৪টি ট্রাকে করে উপজেলা সদরে আসেন। অর্থাৎ এটা পরিস্কার যে, এই ফারুক আহমেদই রসরাজকে ধরে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। হরিপুর বাজারের আল আমিন সাইবার ক্যাফের মালিক বেনু মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম রসরাজের পোস্টটি প্রথম কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করেন। পরে এগুলো ফটোকপি করে এলাকায় প্রচার করেন। ২৯ অক্টোবর সকালে জাহাঙ্গীর আলমই তার সহযোগীদের নিয়ে রসরাজকে মনা মাস্টারের বাড়ি থেকে ধরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিসে নিয়ে আসে এবং আওয়ামী লীগ নেতা ফারুকের হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে নাসিরনগর থানা পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। একই সময়ে হরিপুর এলাকায় ব্যাপক মাইকিং করে আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক ও তার ভাই কাপ্তানের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। (*সূত্র: যুগান্তর*)

এই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের উস্কানির কথা স্বীকার করে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার বলেন, "উস্কানি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ঘটনার উৎপত্তিস্থল হরিপুর। যে রসরাজ দাসের ফেসবুক থেকে কাবা শরিফ অবমাননার কথা বলা হচ্ছে, সে পেশায় একজন জেলে এবং হরিপুর মৎস্যজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ওই সংগঠনের সভাপতি হলেন ১৯৭১ সালের রাজাকার তাইজুদ্দিন এর ছেলে ফারুক মিয়া। ফারুক আবার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। ফেসবুকে ঘটনার পর রসরাজকে ফারুক বেধড়ক পিটিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে"। এ ঘটনার পেছনে দূরভিসন্ধি রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "উস্কানিদাতা চিহ্নিত করতে হলে আগে ফারুককে আইনের আওতায় আনতে হবে। তাহলে ঘটনার প্রকৃত উস্কানিদাতারা বের হবে"। আওয়ামী লীগের হরিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আঁখি, যিনি প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছায়েদুল হকের বিরোধী অংশ জেলা সভাপতি মোকতাদিরের অনুগত হিসেবে পরিচিত, তিনি জানান– জেলে রসরাজের বিদ্যা-বুদ্ধি কোনোটাই এমন নেই। চেয়ারম্যান আঁখি মনে করেন, বালিঙ্গা বিলের আধিপত্য নিয়ে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। এছাড়া গত ইউপি নির্বাচনে হরিপুরে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর নৌকা প্রতীকে ভোট দেয় কৈবর্তপাড়ার মানুষ।

মন্ত্রী ছায়েদুল হক তথা আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক সমর্থন করেছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রাশেদ চৌধুরীকে। তাদের উপেক্ষা করে কৈবর্ত সমাজের মানুষ আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে আঁখিকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতেও রসরাজকে ফাঁসিয়ে কৈবর্ত সমাজের উপাসনালয়সহ তাদের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর করা হতে পারে। কৈবর্তপাড়ার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নেতা রামেশ্বর দাস বালিঙ্গা বিলের আধিপত্য নিয়ে এরকমটি ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করছেন। তিনি জানান, "আমরা হরিণবেড় হরিপুর আহসান মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে ৩ বছর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বালিঙ্গা বিল লিজ এনেছিলাম। গত বছর বিলের মাছ ধরে বিক্রিও করা হয়। এ বছরের জন্য কয়েক মাস আগে ৩ লাখ ৫৩ হাজার ২৪০ টাকা জমা দিয়ে লিজ নবায়ন করা হয়। এর কিছুদিন পরই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ফারুক আহমেদ তাদের ডেকে জোর করে কমিটি বাতিল করেন"। বাকি দুই বহিস্কৃত আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধেও সমাবেশে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়া ও জঙ্গী মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে যুগান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। যুগান্তরের হাতে আসা একটি ভিডিওর বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, নাসিরনগর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাশেম রোববার দুপুরের দিকে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার পরনে শ্যাওলা রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা। মিছিলটি উপজেলা ঈদগাহ ও দত্তবাড়ি অতিক্রম করছে। এতে শত শত মানুষ উগ্র স্লোগান দিচ্ছে। অনেকের হাতেই লাঠিসোটা। এর মধ্য থেকে কয়েকজন উচ্ছৃংখল যুবক স্থানে স্থানে ভাংচুর করছে। অভিযোগ রয়েছে, এ মিছিল থেকেই দত্ত বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর চালানো হয়। একই দিন সকালে উপজেলার চাপরতলা থেকে আরেকটি জঙ্গি মিছিল উপজেলা সদরে আসে। এর নেতৃত্বে ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী সুরুজ আলী। মিছিল থেকে দেবদেবী নিয়ে কটূক্তি ও স্লোগান দেয়া হয়। মিছিলটি খেলার মাঠে হেফাজতপন্থীদের সমাবেশে যোগ দেয়া মাত্র মাঠটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমাবেশে হাজী সুরুজ আলী উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে সুরুজ আলী সে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি শুধু শুধু রসরাজের ফাঁসি চেয়েছেন!

অন্যদিকে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছায়েদুল হকের অনুসারী অংশ মনে করছেন, সমস্ত কিছুর পেছনে-জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রবিউল আলম মোকতাদিরের চাল আছে। ছায়েদুল হক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হয়েও মন্ত্রী হয়ে যাওয়ায় জেলা সভাপতি রবিউল আলম মোকতাদির তার প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তারই অংশ হিসাবে ছায়েদুল হককে ফাঁসাতে এইরকম সাম্প্রদায়িক চাল চালেন। শুরুতে তাদের অভিযোগ ছিল, নাসিরনগরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করতেই চেয়ারম্যান আঁখি তাঁর অনুগত রসরাজ দাসকে দিয়ে এরকম ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের তদন্তে প্রমাণ হয়েছে যে, রসরাজ দাস এই ঘটনার সাথে একেবারেই সম্পৃক্ত ছিলেন না। পরবর্তীতে অবমাননাকর ছবিটি আপলোড ও প্রিন্ট করে এলাকায় প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর আলম পুলিশের কাছে এক স্বীকারোক্তিতে আঁখি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, হরিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আঁখি ট্রাক ও ট্রাক্টর ভাড়া করে নাসিরনগরের সমাবেশে লোক পাঠান। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তাকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য যে, ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননাকর পোস্টকে কেন্দ্র করে ৩০ অক্টোবর নাসিরনগর উপজেলা সদরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় দায়ের হওয়া আটটি মামলায় আঁখি চেয়ারম্যান, নাসিরনগরের চাপরতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বহিস্কারকৃত সভাপতি সুরুজ আলী, নাসিরনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল আহাদসহ ১০৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে জাহাঙ্গীর আলমসহ ছয়জন আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল?

গত ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. শাখাওয়াত হোসেন পুলিশ সদর দফতরে ১৩২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা

দেন। এই প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় "ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ হামলার নেপথ্যে সরকারি দল ও বিএনপির স্থানীয় পর্যায়ের কমপক্ষে ১৮ নেতা জড়িত। মূলত তাদের ইন্ধনেই একের পর এক পরিকল্পিত এসব হামলার ঘটনা ঘটে। প্রভাবশালী একটি মহলের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ের ওই নেতাদের সুসম্পর্ক থাকায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। পুলিশ ও প্রশাসনের দূরদর্শিতার অভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে নাসিরনগরের ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি ছিল"। প্রতিবেদনে এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে সেজন্য ২২ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর অনুগত আওয়ামী লীগ নেতাদের নামও উঠে এসেছে, যাদেরকে নির্দোষ দাবি করে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কেবিনেট মেম্বারকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। বলেছেন, মোকতাদির বাড়াবাড়ি করছে! এর মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মাদ নাসিম আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও বাণী দিয়েছেন। প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছায়েদুল হকের দোষ নেই এবং পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরেজমিনে ঘুরে এসে জানিয়েছেন- এই নাশকতামূলক ঘটনায় তিনি দলীয় কোন্দল খুঁজে পাননি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লীগে কোন কোন্দল নাই। অর্থাৎ ঘটনাটি দাড়াচ্ছে, আওয়ামী লীগের কোন্দলে নাসিরনগরে এই সাম্প্রদায়িক হামলা হয়নি। মন্ত্রীর ভাষায়, "দলীয় কোন্দলের আভাস পেলে আমি মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারকে বলতাম। আমি যেটা দেখেছি, হয়তো কেউ ষড়যন্ত্র বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। যেটাই হোক, রিপোর্ট পেলে আমরা স্পষ্ট হব"। ফলে, সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে যখন প্রকৃত ঘটনাকে ধামা চাপা দেয়ার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তখন কার্যত এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিচার ও সাজা আদৌ কতখানি সম্ভব সে সন্দেহ তৈরি হয়। সেই সাথে আছে অন্য যেকোন সময়ের মত গড়বড়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি ও জামাত-শিবিরের প্রতি দোষ দিয়ে দায় শেষ করার চেষ্টা। ঘটনার পরপরই স্থানীয় ওসি মিডিয়ায় জামাতের দিকে সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ও পুলিশ প্রশাসন রসরাজ দাসের ফাঁসির দাবীতে হওয়া সমাবেশ দুটোতে অংশ নিলেও এবং হামলা-আক্রমণে সরাসরি অংশ নেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম এলেও সবার আগে গ্রেফতার করা হয় স্থানীয় বিএনপি সভাপতি আমিরুল হোসেন চাকদারকে, যাকে গ্রেফতারের পরে সেখানকার হিন্দু নেতারা থানায় গিয়ে চাকদারের মুক্তির জন্যে দেন দরবারও করেন এই দাবিতে যে, হামলার দিন হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমিরুল। কেবল তাই না, আমিরুল হোসেন চাকদারকে মুক্ত করার জন্যে আওয়ামী লীগের উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান অঞ্জন কুমার দেবও থানায় গিয়েছিলেন। নিজে আওয়ামী লীগ করলেও হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনায় যে লোক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রক্ষার চেষ্টা করলো তাকেই যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তখন তারা থানায় না গিয়ে পারেননি। এর ফলাফলটাও পান হাতেনাতে। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জন কুমার দেব এর বাড়িতে আগুন দেয়া হয়।

রসরাজ নির্দোষ, তবু ভোগান্তি

কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে ২৯ অক্টোবর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় রসরাজকে গ্রেফতার করে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তাঁর সম্পৃক্ততার তথ্য পায়নি পুলিশ। লেখাপড়া না জানা মাছ বিক্রেতা রসরাজের পক্ষে 'অবমাননাকর' ছবি তৈরি করে ফেসবুকে পোস্ট করা সম্ভব কী না, ঘটনার পর থেকে সেই আলোচনা চলছে। একদম শুরু থেকেই হরিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আঁখি এবং পরবর্তীতে প্রানিসম্পদ মন্ত্রী ছায়েদুল হক বলেছেন, রসরাজের পক্ষে এরকম ছবি আপলোড করা সম্ভব না। এমনকি, ২৯ তারিখে তার ফেসবুক আইডি থেকে এরকম ছবি আপলোড করার কথা জানার পরে ঐদিনই ছবিটি ডিলিট করে ক্ষমা চেয়ে যে বক্তব্য দেয়া হয় সেটিও রসরাজ দাস নিজে দেননি। একের পর এক পুলিশের তদন্তে এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে, যুবকটি ওই ছবি পোস্ট করেননি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় পুলিশ ইতিমধ্যে জেলে রসরাজ সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় বেরিয়ে আসে। এক; রসরাজের মোবাইল ফোন থেকে ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননার ওই ছবি পোস্ট করা হয়নি। দুই; রসরাজের ফেসবুক আইডি ও পাসওয়ার্ড অন্যরা জানত। তিন; ছবিটি পোস্ট করার দিন রসরাজ মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। গত ২৮ নভেম্বর জেলা পুলিশের কাছে পাঠানো এক প্রতিবেদনে রসরাজের ব্যবহৃত মুঠোফোন থেকে ধর্ম অবমাননাকর সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা হয়নি বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) ফরেনসিক বিভাগ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইকবাল হোসাইনও গণমাধ্যমের কাছে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। এরই মধ্যে জাহাঙ্গীর আলম (৩০) নামে স্থানীয় এক সাইবার ক্যাফের মালিককে ওই ছবি পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৯ নভেম্বর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের বলেন, জাহাঙ্গীরই রসরাজের ফেসবুক আইডি হ্যাক করে 'ধর্মীয় অবমাননার' ছবিটি পোস্ট করেছেন বলে পুলিশ ধারণা করছে। সরকারের মন্ত্রী, পুলিশসহ বিভিন্ন পর্যায় থেকে রসরাজের অসম্পৃক্ততার কথা বলা হলেও আদালত গত ৩ ডিসেম্বর এবং ৩ জানুয়ারিতে রসরাজ দাসের জামিন না-মঞ্জুর করে কারাগারে ফেরত পাঠায়। অবশেষে আড়াই মাসের অধিক সময় হাজতবাস করে গত ১৬ জানুয়ারি তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন।

তথ্যসূত্র:

বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম নভেম্বর ১৭, ২০১৩; বাংলা ট্রিবিউন, নভেম্বর ১৭, ২০১৬; যুগান্তর, ০৬ নভেম্বর, ২০১৬; সমকাল, ০৬ নভেম্বর ২০১৬; সিলেট টুডে টুয়েন্টিফোর ডটকম ৬ নভেম্বর; বাংলাট্রিবিউন, নভেম্বর ০৩, ২০১৬ ; বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ১০ নভেম্বর, ২০১৬; প্রথম আলো, নভেম্বর ২৯, ২০১৬; বনিকবার্তা, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬; বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম, ডিসেম্বর ২৮, ২০১৬; যুগান্তর, জানুয়ারি ০৫, ২০১৭; প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৩, ২০১৬

সুন্দরবন রক্ষার হরতাল: পুলিশী আক্রমণ নির্যাতন মোকাবিলা

সুন্দরবন রক্ষা ও রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প চুক্তি বাতিলের দাবিতে ২৬ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীতে আধাবেলা (সকাল ৬টা- দুপুর ২টা) হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। বন রক্ষার

দাবিতে ঐতিহাসিক এ শান্তিপূর্ণ হরতালে দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ব্যাপক পুলিশী হামলা নির্যাতন! হরতালের দিন সকাল ৬টা থেকেই রাজধানীর রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, সূত্রাপুর, লালবাগ, আজিমপুর, জাতীয় প্রেস ক্লাব, পুরানা পল্টন, দৈনিক বাংলা, শান্তিনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আন্দোলনকারীরা। এরমধ্যে বেশ কিছু জায়গায় পুলিশী বাধার মুখে পড়ে হরতালকারীরা।

হরতালের সমর্থনে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে 'প্রগতিশীল ছাত্রজোট'– এর একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল শাহবাগের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি হরতালের সমর্থনকারী অনেক মানুষই অংশ নেয়। সর্বপ্রাণ সাংস্কৃতিক শক্তির শিল্পীরাও যোগ দেন এই মিছিলে। মিছিলটিকে সামনে এগিয়ে নিতে চাইলে পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়। প্রথমে জলকামান ও পরে কাঁদুনে গ্যাস, রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে মিছিলে। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শাহবাগে হরতালকারীদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালায় পুলিশ। এক হিসাব মতে, ওইদিন আন্দোলনকারীদের ওপর ৮০০ টিয়ারশেল, ৮০০ রাবার বুলেট ও ৪৮০০ লিটার পানি ছুঁড়েছে পুলিশ। এছাড়াও জাতীয় কমিটির কর্মী মাহতাব এভাবে নির্বিচারে জলকামান ও টিয়ার শেল নিয়ে আক্রমণ চালানোর প্রতিবাদ করতে পুলিশের দিকে 'গুলি করেন তবু সুন্দরবন ছাড়বো না' বলতে বলতে এগিয়ে গেলে তাকে প্রথমে জলকামান থেকে পানি ছোঁড়া হয় এবং পরে পুলিশের ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয়। এ অবস্থায় জলকামান ও টিয়ার শেল থামাতে জাতীয় কমিটির আরেক কর্মী মিজানুর রহমান জলকামানের গাড়ির সামনে উঠে প্রতিবাদ জানালে তাকে টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে পেটাতে থাকে পুলিশ। এই দৃশ্য ধারণ করতে গেলে বেসরকারি টিভি চ্যানেল এটিএন নিউজের সাংবাদিক কাজী এহসান দিদার ও ক্যামেরা পারসন আবদুল আলিমকেও প্রকাশ্যে রাস্তায় ও থানার ভেতরে নিয়ে গিয়ে পেটায় পুলিশ। পুলিশী হামলায় 'প্রগতিশীল ছাত্রজোট'–এর নেতাকর্মীদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার, সাধারণ সম্পাদক জিলানী শুভ, সহ-সম্পাদক অনিক রায়, জয় বণিক, শাহরিয়ার, নির্ঝর, কনক হায়াত; ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজীর ও ঢাকা নগর কমিটির সভাপতি কাকন বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্সসহ ৩০ জন আহত হন। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হন কালের কণ্ঠের প্রধান আলোকচিত্রী শেখ হাসান এবং ঢাকা ট্রিবিউনের আলোকচিত্রী মোহাম্মদ হোসেন অপু। পুলিশের ছোঁড়া কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পথচারীও। চারুকলায় ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসের কারণে এক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। নির্যাতনের পর পুলিশ পাঁচ আন্দোলনকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আটককৃতরা হলেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হাসিব মোহাম্মদ আশিক, জাতীয় কমিটির কর্মী মিজানুর রহমান ও মাহতাব উদ্দিন, গানের দল বেতাল–এর তপু ও জুয়েল। রাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে হরতালের সমর্থনে রাজধানীর বাইরে রাজশাহী, খুলনাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করে জাতীয় কমিটির নেতাকর্মীরা। খুলনাতেও পুলিশ আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে। দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশ থেকে 'জাতীয় কমিটি'র সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, "হরতালের আগের দিন রাত থেকেই হরতাল সমর্থকদের নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছিল। সকালে হরতালের সমর্থনে শাহবাগ এলাকায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ হামলা করে আমাদের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আহত করেছে। কিন্তু এ ভয়-ভীতি ও হামলা দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না"। জাতীয় কমিটির ওই সমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনের অদূরে বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধসহ সাত দফা দাবিতে ডাকা হরতালে পুলিশি হামলা'র প্রতিবাদে ২৮ জানুয়ারি সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ, সেইসঙ্গে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে রাজপথে সমাবেশ আর ১১ মার্চ সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে খুলনায় মহাসমাবেশ হবে।

দেশে দেশে 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে ফর সুন্দরবন' উপলক্ষে কর্মসূচি

গত ২৬ নভেম্বর 'জাতীয় কমিটি'র 'ঢাকা মহাসমাবেশ' থেকে ৭ জানুয়ারি দিনটিকে 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে' হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের ১৮টিরও বেশি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি পরিবেশবাদী সংগঠন ও সচেতন বিদেশিরাও প্রতিবাদ জানিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করেছে। ইউরোপের যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের তুরস্ক, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রতিবেশি দেশ ভারতেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের এ কর্মসূচি পালন নিয়ে 'জাতীয় কমিটি'র সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, "জাতীয় কমিটির আহ্বানেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচেতন নাগরিকরাও সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে সংহতি জানিয়ে এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয়, সুন্দরবন একটি বৈশ্বিক সম্পদ, কেবল বাংলাদেশেরই নয়। রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয়, সারা বিশ্বের কোনো মানুষই সেটা মেনে নেবে না। বৈশ্বিক এ প্রতিবাদ তারই প্রমাণ।"

'জাতীয় কমিটি'র এবারের 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে'–এর স্লোগান ছিল 'আমার জীবন সুন্দরবন কয়লা হতে দেবো না', ইংরেজিতে 'Yes to life, No to coal, Save Sundarbans'। স্লোগানটিকে ২০টি ভাষায় অনুবাদ করে 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে' কর্মসূচি পালন করেছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগেও 'সুন্দরবন রক্ষায় বৈশ্বিক প্রতিবাদ দিবস' বা 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে ফর সুন্দরবন' কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলা, ইংরেজি, মান্দি, চাকমা, ত্রিপুরি, সাঁওতালী, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া, নাগরীসহ বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠির ১০টি ভাষায় অনুবাদ করে শাহবাগের রাস্তায় শ্লোগানটি লেখা হয়। ৭ জানুয়ারি বিকালে দিবসটি উপলক্ষে প্রতিবাদ সভা ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'সর্বপ্রাণ সাংস্কৃতিক শক্তি'। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন 'জাতীয় কমিটি'র সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, শ্রমিক নেতা মোশরেফা মিশু, শিল্পী কফিল আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ

সাকি, বিশেষজ্ঞ সুজিত চৌধুরী, গবেষক মাহা মির্জাসহ আরও অনেকে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বপ্রাণ সাংস্কৃতিক শক্তি, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ, গণসংহতি আন্দোলন, শিশু-কিশোর মেলা, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ কয়েকটি সংগঠন পৃথক মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে।

দেশে দেশে 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে ফর সুন্দরবন' কর্মসূচি এক নজরে –

যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্কে ৭ জানুয়ারি 'গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে ফর সুন্দরবন' কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে 'ইউনিয়ন স্কয়ার পার্ক'-এর সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে 'প্রতিবেশ আন্দোলন', 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল নেটওয়ার্ক এনওয়াইসি'এবং 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। সমাবেশে বক্তব্য দেন 'ফ্রেন্ডস অব আর্থ'-এর কর্মী জেনি বক, প্রবাসী বাংলাদেশি ঈসা আবরার, মোশাররফ খান ও মামুন। যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি অঙ্গরাজ্য ফিলাডেলফিয়ায় দুপুরে 'ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম আর্ট' চত্বরে অনুষ্ঠিত আরেকটি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জোহরা খাতুন কলি, কামরুল হাসান, জাফর ইকবাল, সাইকুল ইসলাম, আকতার হোসেন অলোক, রিমি হোসেন, আশরাফুল ইসলাম আরিফ, অর্পন, অয়নসহ আরও অনেকে।

ফ্রান্স

'বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ' কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ফ্রান্সের প্যারিসের প্লেস দ্যু লা রিপাবলিক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও পথনাটক 'কসুইন্দর প্রহরী'। স্থানীয় ৮ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, ফ্রান্স শাখা' এ সমাবেশের আয়োজন করে। সোহেব মোজাম্মেলের একক পরিবেশনায় 'সুন্দর প্রহরী' নামে একটি নাটক উপস্থাপন করা হয়।

নেদারল্যান্ডস

'বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবস'-এর সাথে সংহতি জানিয়ে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরের পিস প্যালেস চত্বরে প্রবাসী বাংলাদেশি ও ডাচ পরিবেশবাদী কর্মীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তব্য দেন পারভেজ আলম, নাসরিন সিরাজ এ্যানী, সাইমুম রেজা পিয়াস, অনুপম সৈকত শান্ত, এলেক্সিয়া ফেলিস, আন মালিয়ার্স, ফেমকে স্নেখারস, র‍্যামন পাইস্টসহ আরও অনেকে।

ইতালি

ইতালির বোলোনিয়া শহরে ৭ জানুয়ারি সকালে 'বিশ্ব প্রতিবাদ দিবস' পালন করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন 'সচেতন নাগরিক সমাজ'। প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন সচেতন নাগরিক সমাজ'-এর আহ্বায়ক এহতেশামুল হক শিপলু, শেখ মুরাদ, মিঠু শামিম, জিল্লুর রহমান, রিপন শেখ, নাছির উদ্দিন ইমন, রিয়াজ মোরশেদ রনি, এনামুল হক টিটু, লুৎফর রহমান, রাফিয়া আক্তার শিল্পী, আবেদা সুলতানা নিপুসহ আরও অনেকে।

জার্মানি

'সুন্দরবন রক্ষা'র আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে জার্মানির বার্লিন শহরে 'জার্মান প্রবাস'এবং 'বাংলিশে কালচার ফোরাম'-এর যৌথ উদ্যোগে এবং জার্মানির হালিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

নরওয়ে

নরওয়ের বের্গেনে সমাবেশ করেছে 'অ্যাক্টিভিস্ট ফর প্রোটেক্টিং সুন্দরবন (এপিএস)' নামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি সংগঠন। স্থানীয় সময় শনিবার ফেস্টপ্লেসেনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ডের তুরকুতে 'সুন্দরবন রক্ষা'র দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

তুরস্ক

তুরস্কে ইউনেস্কো ঘোষিত তিনটি ঐতিহাসিক স্থানের সামনে 'সুন্দরবন রক্ষা'র দাবিতে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

ভারত

ভারতের কলকাতার কলেজ স্ট্রিট চত্বরে 'সুন্দরবন রক্ষা'র দাবিতে সমাবেশ করেছে দেশটির সচেতন নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বউবাজারের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের শহীদ আলতাব আলী পার্কে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে 'তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখা'। সমাবেশে বিশ্ব পরিবেশবাদী, কয়লাবিরোধী ও বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা অংশ নেয়। ডা. কাজী মুখলিছুর রহমানের সভাপতিত্বে ও আখতার সোবহান মাসরুরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সবাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী)'র মোস্তফা ফারুক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শাহরিয়ার বিন আলী, ওয়ালি রহমান, শাকুর হক, ইকরাম আলী, মিজানুর রহমান বাবলু, হিয়া ইসলাম, সিন্থিয়া, জেমস হিউট, পল হর্ন, উজেনস্ লারকিন বক্তব্য রাখেন

দক্ষিণ কোরিয়া

'গ্লোবাল ডে অব প্রোটেস্ট ফর সুন্দরবন' কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু শহরে 'চোন্নাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ইউনিভার্সিটির 'গ্লোবাল রিসার্চ অ্যান্ড হাব সেন্টার'-এর সামনে মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভা করেছে। কবি শাহেদ কায়েসের সঞ্চালনায় আলোচনায় বক্তব্য দেন নারায়ণ চন্দ্র পাল, মো. মুশফিকুর রহমান, সৌমিত্র কুমার কুণ্ডু, চন্দন কুণ্ডু, রাকিব হাসান অপু, আসাদুজ্জামান ও ওমর ফারুক প্রমুখ। বাংলাদেশি ছাড়াও থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের দুজন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

অস্ট্রেলিয়া

'সুন্দরবন রক্ষা'র দাবিতে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ফেডারেশন স্কয়ারে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শাকিল, সিদ্দিকুর রহমান, জালাল আহমেদ রিফাত, সাদীয়া দীন, নাদিয়া দীন, আশরাফুল আলম, তাহমিনা আখতার, শেখ হাফিজুর রহমান, রাজীবুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

জাপান

জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে 'বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবস'-

এর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশের আক্রমণে শিক্ষকসহ নিহত ২

গত ২৬ নভেম্বর ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ সরকারিকরণ আন্দোলনের ৪৩তম দিনের বিক্ষোভ মিছিলে আকস্মিকভাবে চড়াও হয় পুলিশ। তাদের লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেটে কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ এবং ছফর আলী (৫৫) নামের এক পথচারী নিহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশের লাঠির আঘাতে এই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কলেজের আন্দোলনকারীরা মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এরপর শিক্ষার্থীরা ফুলবাড়ীয়া-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে আবারো ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এই ঘটনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন, উপেন্দ্র চন্দ্র দাস, ফজলুল হক, ইমাম হোসেন ও শরীর চর্চা শিক্ষক মজিবুর রহমান। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ফুলবাড়ীয়া কলেজের হিসাব-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইমাম হোসেন বলেন, "১৯৭২ সালে স্থাপিত ফুলবাড়ীয়া কলেজটি সরকারি না করে অন্য একটি নন এমপিওভুক্ত কলেজ সরকারিকরণের ঘোষণা দেয়ার পর থেকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছি। এরই মধ্যে ৪টি মামলা দিয়ে দুই শতাধিক লোককে অজ্ঞাতনামা আসামি করে পুলিশ শিক্ষার্থীদের হয়রানি করছে। পুলিশ এ পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচির ৪৩তম দিনে এই হতাহতের ঘটনা ঘটল"। ফুলবাড়ীয়া কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সরকারিকরণ আন্দোলন দাবি আদায় বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এস এম আবুল হাসেম বলেন, "কলেজ ক্যাম্পাসের অফিস কক্ষে ঢুকে পুলিশ গরুর মত শিক্ষকদের পেটানো শুরু করে। পুলিশের লাঠিচার্জেই শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ মারা গেছেন। আমরা শিক্ষক সমাজ ঘাতক পুলিশের বিচার চাই"।

তথ্যসূত্র: ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ২০১৬

প্রবাসী লাশের মিছিলঃ ২০১৬ সালে লাশ হয়ে ফিরল সাড়ে তিন হাজার প্রবাসী

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল দুই চালিকাশক্তি হচ্ছে গার্মেন্টস রফতানি এবং প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স। এর উপরে নির্ভর করে গত বছরের মাঝামাঝি নাগাদই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথমবারের মত ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়, যা বছর শেষে ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ১৫ বিলিয়ন ডলার ছড়িয়েছে। আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি যে প্রবাসী শ্রমিকের কষ্টার্জিত শ্রম, সেই প্রবাসী শ্রমিক কেমন আছে, প্রবাসে কীভাবে তাদের দিন কাটছে, তাদের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা তারা কতখানি পাচ্ছে; সেই বিষয়গুলো বরাবরই সরকারের পক্ষ থেকে উহ্য রাখা হয়। বছর বছর প্রবাসী শ্রমিকের লাশের মিছিলেও কারোরই যেন ভ্রুক্ষেপ ঘটে না। প্রতিবছরই এই লাশের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় বাড়ছে।

গত ৭ জানুয়ারির প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী: "ডিসেম্বরে (২০১৬) ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ২৬৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশি লাশ হয়ে ফিরেছেন। বিমানবন্দরের প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কে লেখা কারণ থেকে দেখা যায়, এঁদের ২১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে স্ট্রোক, দুর্ঘটনা, হৃদরোগ, অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে। সবচেয়ে বেশি ৪৪ জন মারা গেছেন স্ট্রোকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু দুর্ঘটনায়, ৪২ জন। হৃদরোগে মৃত্যু হয় ৩৬ জনের। স্বাভাবিক মৃত্যু হয় ৫০ জনের"। একই প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পাই, শাহজালাল বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ জন প্রবাসীর লাশ আসছে। ২০১৬ সালে মোট ২ হাজার ৯৮৫ জনের লাশ এসেছে, যা গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ ছাড়া গত বছর চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ৪২১ জনের এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ৭৫ জন প্রবাসীর লাশ আসে। সব মিলিয়ে ২০১৬ সালে ৩ হাজার ৪৮১ জনের লাশ আসে। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩০৭ জন। আর ২০০৫ সাল থেকে ধরলে গত বছর পর্যন্ত ২৯ হাজার ৯৫৮ প্রবাসীর লাশ এসেছে। এ ছাড়া বিদেশে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর দাফন হয়েছে। সেই সংখ্যা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জানা নেই।

এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই আসে ৬২ শতাংশ লাশ। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নয় বছরে শাহজালাল বিমানবন্দরে আসা ২২ হাজার ৫৬১ লাশের মধ্যে ৬১ শতাংশই এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। সৌদি আরব থেকে এসেছে ২৯ শতাংশ (৬ হাজার ৫৮০ লাশ)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাশ এসেছে মালয়েশিয়া থেকে। এর সংখ্যা ৩ হাজার ৯৩৮। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২ হাজার ৭৩৪ জনের, কুয়েত থেকে ১ হাজার ৩২২, ওমান থেকে ১ হাজার ৩১৮, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮৪৫, কাতার থেকে ৬০০, বাহরাইন থেকে ৫৯৯, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৫৯৭, সিঙ্গাপুর থেকে ৪৬৫, ইতালি থেকে ৪৯৫, যুক্তরাজ্য থেকে ২৮৭ এবং লিবিয়া থেকে ১৬৪ জনের লাশ এসেছে। বাকি লাশগুলো এসেছে অন্যান্য দেশ থেকে।

প্রবাসীদের এমন অকালমৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনো কোনো অনুসন্ধান হয়নি। প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো মৃত্যুর এই সংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। গত চার বছরে যত প্রবাসীর লাশ এসেছে, তাঁদের মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অন্তত ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু আকস্মিক। প্রবাসী বাংলাদেশি, মৃতদের স্বজন ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হন। যে বিপুল টাকা খরচ করে বিদেশে যান, সেই টাকা তুলতে অমানুষিক পরিশ্রম, দিনে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকা, দীর্ঘদিন স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং সব মিলিয়ে মানসিক চাপে ভোগেন তাঁরা। পেশায় চিকিৎসক, দীর্ঘদিন সৌদি আরব প্রবাসী এবং জনশক্তি রপ্তানিকারক আরিফুর রহমান বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে প্রচণ্ড গরম। এখানে খাবার খুব সস্তা ও তেলযুক্ত। পাশাপাশি দুশ্চিন্তা, মালিকের অত্যাচার, দেশে স্বজনদের নানা চাহিদা, বিনোদনহীন একঘেয়ে জীবন তাঁদের

মানসিক চাপে ফেলে। এ রকম অবস্থায় অনেকে স্ট্রোক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অনেকে দুর্ঘটনায় মারা যান"। অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরুর চেয়ারপারসন তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, "একাকী প্রবাস জীবন, সব সময় দুশ্চিন্তা, কাজের ও থাকার নিম্ন পরিবেশ এসব কারণে মধ্য বয়সেই একজন প্রবাসীর জীবন থেমে যায়। সময় এসেছে এসব মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখার। পাশাপাশি বিদেশের কর্মপরিবেশ উন্নত করার জন্য দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় আলোচনার প্রয়োজন"।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, জানুয়ারি ৭, ২০১৭

গ্যাজপ্রমকে কাজ দেয়ার বিরোধিতা করায় সরে যেতে হলো বাপেক্সের এমডিকে

বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে শুরু থেকেই ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখার চেষ্টা করে এসেছে বিভিন্ন সরকার। এর জরাজীর্ণ, পুরাতন যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব, প্রকল্প অনুমোদনে অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যাওয়া বাপেক্সকে বিদেশী কোম্পানিগুলোর সাথে অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়েছে সবসময়ই। এত কিছুর পরেও বাপেক্সের সফলতার হার যেকোন বিদেশী কোম্পানির চাইতে বেশি, প্রতিটি কূপ খনন ও তেল-গ্যাস উত্তোলনের খরচও অনেক কম। তারপরেও আমাদের সরকারগুলো সবসময়ই বাপেক্সকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়ে আসছে, কখনো কখনো বাপেক্স এর বিরোধিতা করলে– সরকারের কর্তাব্যক্তিদের তা ক্ষিপ্ত করেই তুলেছে কেবল। সম্প্রতি ভোলা জেলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের কূপ খননের কাজ রাশিয়ান কোম্পানি গাজপ্রমকে দেয়ার বিরোধিতার ফলে বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে প্রকৌশলী মো: আতিকুজ্জামানকে সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সরকার বাপেক্সকে এই বার্তাই দিলো যে, বাপেক্সকে বরাবরের মত চুপচাপ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই চলতে হবে। গত ১৭ নভেম্বর এক চিঠিতে এ রদবদলের সিদ্ধান্তের কথা জানায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদ থেকে প্রকৌশলী মো. আতিকুজ্জামানকে সরিয়ে ওই পদে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন দুর্নীতির দায়ে অপসারিত তিতাস গ্যাসের সাবেক এমডি নওশাদ ইসলাম। আর আতিকুজ্জামানকে বদলি করা হয়েছে গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে (জিটিসিএল)।

গতবছর জুন মাসের ১৯ তারিখ ভোলা জেলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে দুটি কূপ খননের ইচ্ছা প্রকাশ করে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও বাপেক্সের কাছে চিঠি দেয় রাশিয়ার গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুলাই বাপেক্সের কাছ থেকে জরুরি ভিত্তিতে মতামত জানতে চায় জ্বালানি মন্ত্রণালয়। নিজেদের মতামতে গ্যাজপ্রমের কাজের মান ও ব্যয়ের বিষয় তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানটিকে গ্যাসকূপ খননের কাজ না দেয়ার বিষয়ে মত জানায় বাপেক্স। রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম কূপ খননের কাজ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে কাজ করিয়ে থাকে, আর নিজেরা পালন করে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা। এ কারণে তাদের খনন করা কূপ থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় গ্যাস ও তেল পাওয়া যায় না। বরং নিম্নমানের কারণে এর আগে তাদের খনন করা কূপের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। গ্যাজপ্রম কর্তৃক ২০১২ সালের এপ্রিলে বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডের আওতাধীন এলাকায় খননকৃত ১০টি কূপের মধ্যে পাঁচটি কূপ বিভিন্ন কারিগরি ত্রুটির কারণে এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুযায়ী ওই ১০টি কূপ থেকে দৈনিক ২২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি কূপ থেকে মাত্র ৮৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হচ্ছে। যেখানে বাপেক্স কর্তৃক প্রতিটি কূপ খননের ব্যয় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা, ভাড়াকৃত রিগের মাধ্যমে খনন করলে আনুমানিক ব্যয় ১০০ থেকে ১১০ কোটি টাকা; সেখানে গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করলে প্রতিটি কূপের আনুমানিক ব্যয় ২৫০ কোটি টাকারও বেশি হয়। এসব কারণে গ্যাজপ্রমকে নতুন করে গ্যাস কূপ খননের কাজ দেয়ার বিরোধিতা করে বাপেক্স।

তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, নভেম্বর ২০, ২০১৬

ফুলবাড়ী কয়লা খনি: চীনা কোম্পানির সাথে এশিয়া এনার্জির চুক্তি

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের প্রতিবাদে ও এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবিতে ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ীতে জনতার বিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালালে তিনজন নিহত হন। এরপর এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এশিয়া এনার্জি তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়ে যায়নি, বরং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ ফুলবাড়ী কয়লা খনি উন্নয়ন ও খনি-সংলগ্ন এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে এশিয়া এনার্জি করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের মূল প্রতিষ্ঠান জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসি। ১১ নভেম্বর চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে কোম্পানিটি। চায়না গেঝুবা গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের (সিজিজিসিআইএনটিএল) সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) অনুযায়ী, ফুলবাড়ী কয়লা খনি-সংলগ্ন এলাকায় দুই হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে যৌথভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালাবে এশিয়া এনার্জি। সিজিজিসিআইএনটিএল চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি চায়না গেঝুবা গ্রুপ করপোরেশনের (সিজিজিসি) একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত চায়না এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডেরও অন্যতম সদস্য প্রতিষ্ঠান এটি।

জিসিএম রিসোর্সেস লন্ডন স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত কোম্পানি। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম পরিচালনা করে এশিয়া এনার্জি করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের মাধ্যমে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে সমীক্ষা ও কর্মপরিকল্পনার জন্য ২০০৪ সালে দুই বছরের লাইসেন্স পায় জিসিএমের শতভাগ মালিকানাধীন কোম্পানি এশিয়া এনার্জি। ২০০৪-এর ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২০০৬ সালের ২৭ জানুয়ারি এর মেয়াদ শেষ হয়। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) প্রদত্ত এ লাইসেন্স আর নবায়ন করা হয়নি। ফলে ২০০৬ সালের পর থেকে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে বিএমডির কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পড়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে লাইসেন্স দেয়নি সরকার। দেশে এশিয়া এনার্জির কার্যক্রম বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও

বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে জিসিএম রিসোর্সেসের বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) আগে এশিয়া এনার্জির প্রতিনিধি দল ফুলবাড়ী সফরে গেলে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে এশিয়া এনার্জির সব কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানানো হয়।

তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, ২০ নভেম্বর, ২০১৬

গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান: রফতানির সুযোগসহ চুক্তি

গত ৭ ডিসেম্বর গভীর সমুদ্রের ১২ নম্বর ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি দাইয়ু করপোরেশনের সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারত্ব চুক্তি (পিএসসি) অনুস্বাক্ষর করেছে পেট্রোবাংলা। বিদ্যুৎ, জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন-২০১০ (বিশেষ বিধান) আওতায় দাইয়ুকে ইজারা দেওয়ার এ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এর আগে গত ৯ অক্টোবর সরকার দাইয়ুর সঙ্গে চুক্তি অনুস্বাক্ষর অনুমোদন দেয়। অনুস্বাক্ষরের পর চুক্তিপত্র ভেটিংয়ের জন্য জ্বালানি বিভাগের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় এবং এরপর মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে চূড়ান্ত চুক্তি সই স্বাক্ষরিত হয় দুই পক্ষের মধ্যে। জানা যায়, এর আগে গভীর সমুদ্রের ১২, ১৬, ২১ নাম্বার ব্লকে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে পেসকো দাইয়ু ও ক্রিস এনার্জি। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রিস এনার্জি তাদের প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ায়।

চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। পেট্রোবাংলার সঙ্গে সমঝোতা অনুসারে দাইয়ু প্রথম দুই বছরে এক হাজার ৮০০ কিলোমিটার দ্বিতীয় মাত্রার (টুডি) জরিপ চালাবে। তৃতীয় বছরে এক হাজার বর্গকিলোমিটার তৃতীয় মাত্রার জরিপ (থ্রিডি) সম্পন্ন করবে। চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করবে। দাইয়ু এই ব্লকের পাশেই মিয়ানমারের একটি সমুদ্র ব্লকে গ্যাস উত্তোলনের কাজ করছে। সম্পাদিত খসড়া পিএসসি অনুসারে এই ব্লকে কোনো গ্যাস পাওয়া গেলে দাইয়ু তার অংশের গ্যাস প্রথমে প্রতি হাজার ঘনফুট সাড়ে ছয় ডলারে পেট্রোবাংলার কাছে বিক্রির প্রস্তাব দেবে। পুরো গ্যাস যদি পেট্রোবাংলা না কেনে তবে দাইয়ু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে অবিক্রীত গ্যাস নিজেদের নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে পারবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা না পেলে প্রতিষ্ঠানটি ওই গ্যাস এলএনজি আকারে বিদেশে রফতানি করতে পারবে।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি রফতানির সুযোগসহ গভীর সমুদ্রের গ্যাস ব্লকগুলো ইজারা দেয়ার জন্যে অসম পিএসসি বাতিলের দাবীতে আন্দোলন করে আসছে। সমুদ্রের গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক যে পরিমাণ গ্যাস উত্তোলন করা হবে তা বাংলাদেশের চাহিদার অনেক বেশি হলে বাংলাদেশের পক্ষে পুরোটা কেনা সম্ভব হবে না, চুক্তিতে উত্তোলন কমানোর বাধ্যবাধকতা যেহেতু নেই এবং পেট্রোবাংলার চাইতে অধিক দামে বিদেশে রফতানি লাভজনক হতে পারে বিধায় বিদেশি কোম্পানিগুলো চুক্তিতে রফতানির বিধান রাখার চেষ্টা করে।

তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৬; সমকাল, ০৮ ডিসেম্বর

আবারো আশুলিয়ায় কারখানায় আগুন: শিশু শ্রমিকের মৃত্যু

তাজরীন ফ্যাশনসে ২০১২ সালে দেশের সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন ১১১ জন। তারপর আরও বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বিভিন্ন কারখানায়। এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনার দায় কাউকে নিতে হয়নি। সাজা হওয়ার কোনো দৃষ্টান্তও নেই। তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলায় ২০১৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ঠিকমতো সাক্ষী হাজির করতে না পেরে একাধিকবার সময় নেয় রাষ্ট্রপক্ষ। গত সেপ্টেম্বরে টঙ্গীর বিসিক শিল্প নগরীর টাম্পাকো কারখানায় ঘটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এর কারণ যেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তেমনি মালিকপক্ষকে এই অগ্নিকাণ্ডের দায় থেকে দায়মুক্তিও দেয়া হয়েছে। আর এই বিচারহীন, শাস্তিহীন, দায়হীন বাস্তবতায় কারখানাগুলোতে একের পর এক 'দুর্ঘটনা' নামক হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেই চলেছে! এরই ধারাবাহিকতায়, সর্বশেষ গত ২২ নভেম্বর আশুলিয়ায় আরেকটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। মৃত্যু হয় আঁখি (১৪) নামের এক শিশু শ্রমিকের, দগ্ধ হয় ২৬ জন। আগুনে দগ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে ৯ শিশু শ্রমিকসহ ২১ জনকে মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট এবং পাঁচজনকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি অন্যদের সম্পর্কে জানা গেছে, এসব শ্রমিকের প্রায় সবাই দরিদ্র। ভিটেমাটি পর্যন্ত নেই। পেটের দায়ে দৈনিক ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতেন তাঁরা। মাসে তাঁদের আয় ২ হাজার ২০০ থেকে ৬০০০ টাকা।

ঢাকার আশুলিয়ায় কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেড নামের গ্যাস লাইটার প্রস্তুতকারী কারখানাটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। লাইটার তৈরির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা জ্যাকেট দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়নি। সেখানে কর্মরত শ্রমিক ও স্থানীয় থানার পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ডিইপিজেড) স্টেশনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আবদুল হামিদ বলেন, "কারখানাটিতে হাতে বহনযোগ্য কয়েকটি অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র পাওয়া গেছে। এসব যন্ত্রের সাহায্যে ছোটখাটো আগুন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কিন্তু বড় ধরনের আগুন নেভানোর মতো কোনো সরঞ্জাম কারখানাটিতে ছিল না"। ঢাকা জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, কারখানার শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। প্রচলিত আইন অনুযায়ী, শিশুদের এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তা ছাড়া এ ধরনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা জ্যাকেট থাকার কথা। কিন্তু কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেডের শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়নি। এ ঘটনায় মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, কারখানাটির মালিক তিনজন: মাসুদ কাউসার, মাহমুদ আলম ও শামীম এলাহী। তাদের একজন সরকার দলীয় এক সাংসদের আত্মীয় বলে জানা গেছে। পুলিশ বলেছে, তারা তিনজনই গা ঢাকা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, বাংলা ট্রিবিউন, ২৪ নভেম্বর, ২০১৬

টাম্পাকোতে বিস্ফোরণের কারণ: দুর্ঘটনার দায় কার?

গত ১০ সেপ্টেম্বর সকালে খাদ্য ও কসমেটিক পণ্য মুড়ে রাখার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্রস্তুতকারী কারখানা টাম্পাকো এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর আগুনে পুড়ে যায়। এ ঘটনায় ৪২ জন নিহত

হয়েছেন। আহত হন কমপক্ষে ৪০ জন। দুর্ঘটনার পর থেকে মামলার কারণে গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছেন কারখানার মালিকেরা। ওই ঘটনার পরপর কারণ উদ্ঘাটন ও দায়দায়িত্ব নিরূপণে শিল্প মন্ত্রণালয় ও ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের দুটি তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তবে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের গঠিত তৃতীয় একটি কমিটি এখনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

ব্রয়লার নয়, গ্যাস বিস্ফোরণের কারণেই টঙ্গীর টাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় আগুন লেগেছিল। ঘটনা তদন্তে গঠিত দুটি কমিটির একটির প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপর তদন্ত কমিটি একই রকম অনুমান প্রকাশ করলেও নিশ্চিত করে তা বলতে পারেনি। তবে প্রাণঘাতী এই বিস্ফোরণের পেছনে কার দায়, দুটি তদন্ত কমিটির কোনোটিই তা নির্ণয় করতে পারেনি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি বলেছে, কারখানায় তিতাস গ্যাসের সাবস্টেশন কক্ষের আরএমএসে (রেগুলেটিং অ্যান্ড মিটারিং সিস্টেম) গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটে। শিল্প মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলছে, তারা দুর্ঘটনায় মালিকপক্ষের কোনো গাফিলতি পায়নি এবং তারা দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিরূপণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে।

অপরদিকে ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত শেষে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ 'আনডিটারমাইন্ড' বলে মতামত দিলেও তাদের মতে, কারখানার অরক্ষিত অবকাঠামো, এর যথাযথ ভেন্টিলেশন না থাকা, কারখানার অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য মজুত নীতি অনুসরণ না করার কারণে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই প্রতিবেদনে তদন্ত কমিটি বলেছে, "ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের এক তলা থেকে বহির্মুখী বিস্ফোরণের পর বিভিন্ন ফ্লোরে রক্ষিত রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচামাল, উৎপাদিত মালামাল, মেশিনপত্র ইত্যাদিতে আগুন ধরে যায়। ফ্যাক্টরিটির অরক্ষিত অবকাঠামো এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় পুঞ্জীভূত গ্যাস এবং রাসায়নিক দ্রব্য বিস্ফোরিত হয়ে অনুভূমিক দিক দিয়ে (হরাইজন্টাল এক্সপ্লোশন প্যাটার্ন) ফ্যাক্টরিটির অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান দিয়ে বের হওয়ার সময় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়"। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও গ্যাস লিকেজের উপস্থিতি এবং মজুত নীতি অনুসরণ না করে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করায় ভবনের ভেতরে জমে থাকা পুঞ্জীভূত গ্যাসের চাপ এবং উচ্চ দাহ্য উদ্বায়ী কেমিক্যালসের বিস্ফোরক মিশ্রণ এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এর জন্য ছোট্ট একটি স্পার্ক বা পরিমিত তাপই যথেষ্ট।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর, ২০১৬

হকার উচ্ছেদ কার্যক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

গত ১১ জানুয়ারি নগর ভবনে এক বৈঠক শেষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণের মেয়র সাঈদ খোকন ঘোষণা দেন, "রোববার থেকে সাপ্তাহিক কোনো কর্মদিবসে আর গুলিস্তান ও আশপাশের এলাকায় দিনের বেলায় ফুটপাতে হকার বসতে দেওয়া হবে না। হকাররা দোকান নিয়ে বসতে পারবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার পরে। তবে ছুটির দিনে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না"। এরপর ১৫ জানুয়ারি রবিবার থেকেই সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, দিলকুশা ও পল্টন এলাকায় শুরু হয় হকার উচ্ছেদ অভিযান। এতে শত শত দোকান উচ্ছেদ করা হয়। গুড়িয়ে দেয়া হয় হকারদের চৌকি সহ অন্যান্য অস্থায়ী স্থাপনা ও সরঞ্জাম। এ সময় পুলিশের সঙ্গে হকারদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। বিক্ষুব্ধ হকাররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। হকারদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিপেটা করে।

এমনকি মেয়রের ঘোষণা মেনে যারা দিনের বেলা দোকান বন্ধ রেখেছিল, তাদের দোকান বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়। হকাররা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিল। সন্ধ্যার পর দোকান করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু সিটি করপোরেশনের লোকজন কোনো কারণ ছাড়াই তাদের দোকানপাট ভাঙচুর করে। তারা মালামাল লুট করেছে। দোকানদারদের মারপিট করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের পা ধরলেও তিনি শোনেননি।

উচ্ছেদের দ্বিতীয় দিন ১৬ জানুয়ারি হকারদের একটি দল মেয়র সাঈদ খোকনের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিয়ে আসে। পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ না করা, হকারদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া, চাঁদাবাজি বন্ধ করা, হকারদের উপর 'দমন-পীড়ন' বন্ধ এবং প্রকৃত হকারদের তালিকা করে পরিচয়পত্র দেওয়াসহ ১০ দফা দাবির কথা সেখানে তুলে ধরেন তারা। ১৭ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে হকারদের ১৬ সংগঠনের জোট 'হকার সমন্বয় পরিষদ' এর এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে হকারদের জন্য ১ পুনর্বাসন নীতিমালা তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বিডিনিউজ২৪, ১৫ জানুয়ারি ২০১৭; এনটিভিভিডি ১৬ জানুয়ারি ২০১৭; জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০১৭;
বিডিনিউজ২৪ ডটকম ১৭ জানুয়ারি ২০১৭

আবারও ডুবল কয়লাবাহী জাহাজ, হুমকিতে সুন্দরবন

গত ১৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের কাছে মংলা বন্দর চ্যানেলের ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকায় বঙ্গোপসাগরে স্রোতের কবলে পড়ে এক হাজার টনেরও বেশি কয়লা বোঝাই কার্গো জাহাজ এমভি আইজগাঁতি ডুবে যায়। এই নিয়ে গত চার বছরে সুন্দরবন ও এর সংলগ্ন এলাকায় মোট চারটি দুর্ঘটনা ঘটল। ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ ও ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর সুন্দরবনের ভেতরে শ্যালা ও পশুর নদীতে কয়লাবাহী দুটি লাইটার জাহাজ ডুবে যায়। ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো বলছে, যশোরের নওয়াপাড়া এলাকার নওয়াপাড়া ট্রেডার্স দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৪৮ হাজার মেট্রিক টন কয়লা আমদানি করেছে। এমভি লেডিমেরি নামের একটি জাহাজে করে ওই কয়লা মংলায় আসার পর বৃহস্পতিবার রাতে থেকে খালাস শুরু হয়। জাহাজ থেকে কয়লা নিয়ে কোস্টার এমভি আইজগাঁতি সকালে নওয়াপাড়ার উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু সাত নম্বর ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকায় ডুবোচরে ধাক্কা খেয়ে নৌযানটির তলা ফেটে যায়। পরে ধীরে ধীরে পানি উঠে কোস্টারটি তলিয়ে যায় বলে আমরা খবর পেয়েছি। একই সময়ে ফ্লাই অ্যাশ নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল আরেকটি কোস্টার। তারা ডুবতে থাকা এমভি আইজগাঁতির ১২ জন নাবিক ও চারজন নিরাপত্তাকর্মীর সবাইকে উদ্ধার করেন।

এর আগেও ২০১৪ সালে শ্যালা নদীতে তেলবাহী একটি জাহাজ ডুবে যায়। সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে শ্যালা নদীর ভেতর বাণিজ্যিক নৌযান চলাচল বন্ধের দাবিতে পরিবেশকর্মীরা সে

বছর লম্বা সময় ধরে আন্দোলন করেন। সাময়িকভাবে নৌ চলাচল বন্ধ রাখলেও পরে আবার চালু করা হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ১ হাজার ২৩৫ টন কয়লা নিয়ে সি হর্স-১ নামে আরেকটি কোস্টার জাহাজ ডুবে যায়। এর ফলে সরকার পরিবেশবাদীদের তীব্র সমালোচনা ও দাবির মুখে সুন্দরবনের ভেতর শ্যালা নদীতে বাণিজ্যিক নৌচলাচল বন্ধ করতে বাধ্য হয়। শ্যালা নদীতে বাণিজ্যিক নৌযানের চলাচল বন্ধ হলেও পশুর নদীতে নৌ চলাচল করছে। নৌযানগুলো পোড়া তেল নদীতে ফেলছে, স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করে সেই তেল বিক্রি করছে। সবই ঘটছে প্রশাসনের চোখের সামনে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কয়লা নিয়ে মংলা বন্দর চ্যানেলে ডুবে যাওয়া কার্গো জাহাজ এমভি আইজগাঁতির উদ্ধারকাজে সরকারের ভূমিকা 'দায়িত্বহীন' বলে মন্তব্য করেছেন তেল-গ্যাস-জাতীয় সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। জাহাজটির উদ্ধারকাজে সরকারের প্রতিক্রিয়াকে দায়সারা দাবি করে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হলে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা সরকার কিভাবে মোকাবিলা করবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। "যেখানে তারা একটি জাহাজ উদ্ধার করতে পারছে না, সেখানে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ হাজার টন কয়লার জাহাজ যাবে সুন্দরবনের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। আমরা যে কোনো বোধসম্পন্ন মানুষ বুঝতেই পারি যে এটা কেমন বিপদের ঝুঁকি তৈরি করবে।"

তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ, ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ১৬ জানুয়ারি ২০১৭

কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বেড়েছে, বিদ্যুতের দাম কমেনি

২০১৩ সালের পর কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি ছিল সরকারের। কিন্তু বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো উৎপাদনে না আসায় কুইক রেন্টালের মেয়াদ বাড়ানো হয় পাঁচ বছর। তবে ২০১৮ সালের পর কুইক রেন্টাল আর থাকবে না, এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত হয় সে সময়। যদিও বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য বলছে, কুইক রেন্টালের সংখ্যা কমছে না, বরং বাড়ছেই। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশে উৎপাদনে রয়েছে ৩২টি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর মধ্যে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১৮। যদিও ২০১৫ সালে দেশে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ছিল ১৭টি। তার আগে ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল আরো কম, ১৫টি। এর আগের তিন বছর ২০১৩, ২০১২ ও ২০১১ সালে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ছিল সাতটি করে। অন্যদিকে, সরকার কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেও এসব কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম তেমন কমছে না। ফলে একদিকে এসব কেন্দ্রের মালিকদের ব্যবসার সুযোগ বাড়ছে, কিন্তু গ্রাহকেরা কম দামে বিদ্যুৎ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো কয়েকটি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল চুক্তি ও বর্ধিত মেয়াদের চুক্তি পর্যালোচনায় এই চিত্র উঠে এসেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোনো কোনো কেন্দ্রের তিন বছরের মেয়াদ শেষে বাড়ানো হয়েছে আরও পাঁচ বছর। কিন্তু বিদ্যুতের দাম, কেন্দ্রগুলোকে দেওয়া 'ক্যাপাসিটি চার্জ' কিছুই তেমন কমেনি। সরকার বিদ্যুতের সংকট কাটাতে আশু ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারি খাতে এসব কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল। তেলভিত্তিক এবং তিন ও পাঁচ বছর মেয়াদি হওয়ায় এসব কেন্দ্রের বিদ্যুতের দাম ছিল বেশি। এই কেন্দ্রগুলোর কারণেই বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং ছয়বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়।

চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তিন বছরের চুক্তিতে সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিত দেশ এনার্জির ১০০ মেগাওয়াট কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট (এক কিলোওয়াট ঘণ্টা) বিদ্যুতের দাম মূল চুক্তিতে ছিল ১৯ টাকা ৫৭ পয়সা। পাঁচ বছরের বর্ধিত চুক্তিতে তা ধরা হয়েছে প্রায় ১৯ টাকা ৫৪ পয়সা। দাম কমেছে মাত্র ৩ পয়সা। নারায়ণগঞ্জের পাগলায় তিন বছরের চুক্তিতে স্থাপিত ৫০ মেগাওয়াট কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম মূল চুক্তিতে ছিল প্রায় ২০ টাকা ৪০ পয়সা। বর্ধিত চুক্তিতে তা ১৯ টাকা ৯৯ পয়সা। এনার্জি করপোরেশনের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম মূল চুক্তিতে ছিল ১৫ টাকা ৮৩ পয়সা। তিন বছর পর এটির মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বর্ধিত চুক্তিতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১৪ পয়সা বেড়ে প্রায় ১৫ টাকা ৯৭ পয়সা হয়েছে। ঠাকুরগাঁওয়ে আর জেড পাওয়ার লিমিটেডের তিন বছরের চুক্তিতে স্থাপিত কেন্দ্রটির প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম মূল চুক্তিতে ছিল ২০ টাকা ৩০ পয়সার মতো। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত চুক্তিতে দাম ১৯ টাকা ৫৫ পয়সা। এগ্রেকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট লিমিটেডের খুলনা ৫৫ মেগাওয়াট কেন্দ্রটিও তিন বছরের চুক্তিতে স্থাপিত। কেন্দ্রটির প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম মূল চুক্তিতে ছিল প্রায় ২১ টাকা ২৬ পয়সা। বর্ধিত চুক্তিতে দাম ১৯ টাকা ৫৫ পয়সা প্রায়।

এই কেন্দ্রগুলোর মূল চুক্তি ও বর্ধিত চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুতের যে দাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে 'ক্যাপাসিটি চার্জ' (বিনিয়োগের জন্য প্রতি মাসে দেওয়া অর্থ) যুক্ত করা হয়েছে। আলাদাভাবে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসাব করলে দেখা যায়, মূল চুক্তির তুলনায় বর্ধিত চুক্তিতে ক্যাপাসিটি চার্জ উল্লেখযোগ্য হারে কমেনি। বর্ধিত চুক্তিতে কেন্দ্র ভেদে প্রতি মাসে এই চার্জ ১৪ থেকে ২০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। অথচ সরকার নতুন করে মোট ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার যে তিনটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শেষ করে এনেছে, তাতে ক্যাপাসিটি চার্জ ১৩ ডলারের বেশি ধরা হয়নি। অর্থাৎ ভাড়াভিত্তিক ও দ্রুত ভাড়াভিত্তিক অধিকাংশ কেন্দ্রকে বর্ধিত চুক্তির মেয়াদেও যে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে কমে নতুন তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায়। সরকারের পরিকল্পনা ছিল, এই কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে না হতে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বড় (বেইজ লোড) বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হবে। তখন এই কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চুক্তি বাতিল করা হবে। বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরাও সে অনুযায়ী এসব কেন্দ্রের বিদ্যুতের দাম, ক্যাপাসিটি চার্জ প্রভৃতি নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষে কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিলেও তাঁদের লোকসান না হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ায় সরকার এসব কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মূল চুক্তির মেয়াদেই এসব কেন্দ্রের বিনিয়োগ মুনাফাসহ উঠে যাওয়ায় বর্ধিত মেয়াদে বিদ্যুতের দাম ও ক্যাপাসিটি চার্জ অনেক কম হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি।

এর মাধ্যমে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত না করে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে বলে মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম। তিনি বলেন, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র পিডিবির কাছ থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে

ভাড়া পায়। জ্বালানি খরচও দিতে হয় পিডিবিকে। তাই ভর্তুকি দিয়েও পিডিবির লোকসান কমানো যাচ্ছে না। ২০১০-১১ অর্থবছরে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো উৎপাদনে আসতে শুরু করে। বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনায় ওই অর্থবছরই লোকসানে পড়ে পিডিবি। বিদ্যুৎ বিভাগের কুইক-রেন্টালের শুরুর বছর ২০১০-১১ অর্থবছরে পিডিবির লোকসান হয় ১ হাজার ৭০২ কোটি টাকা। পরবর্তীতে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, ০৭, নভেম্বর, ২০১৬; প্রথম আলো, ৩০ নভেম্বর ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন- ২০১৭

গত কয়েক বছরের মতো এবারও বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দিয়ে বিশেষ প্রশংসা কুড়াতে চেয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ও সরকার। তবে ১ জানুয়ারি বিলি করা নতুন পাঠ্যপুস্তক হাতে আসার পরেই দেখা যায়, এতে রয়ে গেছে যাচ্ছেতাই ভুল, অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়, পাঠ্যবইয়ে অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের লেখা বাদ দিয়ে ইসলামী ভাবধারার লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিখাদ সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার বইয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে আনা হয়েছে একেবারে ধর্মীয় বিষয়। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রীর বিজ্ঞাপন। চলতি বছরের পাঠ্য বইতে তিন ধরনের ভুল, অসংগতি কিংবা বিকৃতি রয়েছে। বানান ও তথ্যগত বিকৃতি ও বাক্য গঠনে ভুল, পাঠ্যপুস্তকে শেখ হাসিনার সস্তা বিজ্ঞাপন এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। বানান, তথ্য বিকৃতি এবং বাক্য গঠনে ভুলগুলো সঠিক পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলটি পরিকল্পিত এবং যারা করছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তোষামোদকারী প্রজন্ম গড়ে তুলতে এবং একটি সাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্যই তারা এই কাজটি করে চলছেন।

পাঠ্যপুস্তকের পেছনের প্রচ্ছদে শেখ হাসিনার ছবি দিয়ে নিচে দুই লাইনের ছড়া উল্লেখ করা হয়েছে: "শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"। লক্ষণীয় যে, সোনার বাংলাদেশ নয়, এমনকি এতদিন আওয়ামী লীগের বহুল চর্চিত বঙ্গবন্ধুরও বাংলাদেশ নয়, শিক্ষার্থীরা গড়বে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ হবে? আজকের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, সুন্দরবন বিনাশী, জাতীয় সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া বাংলাদেশ? প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে বর্ণ পরিচয়ে লেখা হয়েছে, 'ও'-তে ওড়না চাই। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলছেন, প্রথম শ্রেণির একজন শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে ও-তে ওড়না শেখানোর বিষয়টি সংগতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া ছেলেশিশুরাও বইটি পড়ে। জেন্ডারের বিষয়টি এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। একজন ছাত্র কেন ওড়না চাইবে? তা ছাড়া, ওড়না কেন প্রয়োজন, একজন শিক্ষার্থী জানতে চাইলে শিক্ষক এর কী উত্তর দেবেন? বানান ভুল নিয়েও কথা উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণির বইয়ে 'ঘোষণা' বানান 'ঘোষনা', 'সমুদ্র' বানান 'সমুদ' লেখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজি নীতিবাক্য লেখা হয়েছে ভুল বানানে। কাউকে কষ্ট দিও না-র ইংরেজি লেখা হয়েছে, DO NOT HEART ANYBODY. প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে ছাগল নাকি গাছে উঠে আম খায়। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' পংক্তির বদলে লেখা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে'। কবিতার চতুর্থ লাইনে 'মানুষ হইতে হবে–এই তার পণ'-এর 'হইতে' শব্দটিকে পাল্টে লেখা হয়েছে 'হতেই'। নবম লাইনে 'সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়'-এর 'চায়' শব্দটির বদলে লেখা হয়েছে 'চাই'। পঞ্চদশ লাইনে 'মনে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান'-এর 'খাট' এর বদলে লেখা হয়েছে 'খাটো'। আর কবিতাটির একাদশ থেকে চতুর্দশ লাইনই উধাও। অষ্টম শ্রেণির গল্পের বই আনন্দপাঠ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বইটিতে একটিও মৌলিক গল্প নেই। সাতটি গল্পের সব কটিই বিদেশি লেখকদের লেখার অনুবাদ। গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে 'কিশোর কাজী', মার্ক টোয়েনের 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে', ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', ফার্সি মহাকবি ফেরদৌসীর 'সোহরাব রোস্তম', উইলিয়াম শেকসপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', ওয়াশিংটন আরবি রচিত গল্প অবলম্বনে 'রিপভ্যান উইংকল' ও লেভ তলস্তয়ের 'সাড়ে তিন হাত জমি'।

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ: হেফাজতে ইসলামের দাবির প্রতিফলন

গত বছরের ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় নেতাদের এক যৌথ বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। মে মাসে হেফাজতে ইসলাম প্রধানমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে এবং ইসলামী ঐক্যজোট সংবাদ সম্মেলন করে পাঠ্যবই 'সংশোধনে'র দাবি জানায়। ওই সময় অবিলম্বে পাঠ্যবই সংশোধন না হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলো কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড। হেফাজতের ২১ জন কেন্দ্রীয় নেতার যৌথ ওই বিবৃতিতে বলা হয়, "বর্তমানে স্কুল পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের নাস্তিক্যবাদ ও হিন্দুতত্ত্বের পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের পড়ানো হয় গরুকে মায়ের সম্মান দিয়ে ভক্তি করার, পাঁঠা বলির নিয়ম-কানুন, হিন্দু বীরদের কাহিনি, দেব-দেবীর নামে প্রার্থনা এবং হিন্দুদের তীর্থস্থান ভ্রমণ করার বিষয়"। হেফাজতে ইসলাম বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়া ১৭টি বিষয় সংযোজন ও ১২টি বিষয় বিয়োজনের দাবি তুলেছিল, যার সবকটিই এবারের পাঠ্যপুস্তকের সংশোধনে গৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এনসিটিবির সূত্র থেকে জানা যায়, কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের লিখিত প্রস্তাবে মোট ২৯টি বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুটি পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার পর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নজরে আসে, হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী দুটি লেখা বাদ পড়েনি। অষ্টম শ্রেণির 'রামায়ণ-কাহিনি' (লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী) এবং সপ্তম শ্রেণির 'লালু' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) গল্প বাদ দেওয়া হয়নি। তত দিনে প্রায় ১৫ লাখ বই ছাপা হয়ে গেছে। এরপর সেগুলো গুদামে রেখে ওই লেখা দুটি বাদ দিয়ে নতুন করে বই ছাপানো হয়। হেফাজতের দাবির প্রেক্ষিতে পরিবর্তনগুলো এক নজরে দেখা যাক:

১। দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'য়ে এ বছর যুক্ত হয়েছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে একটি লেখা। এতে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শত্রুদের মোকাবিলায় সবাইকে নিয়ে এবং নিজে অংশগ্রহণ করে কীভাবে পরিখা খনন করেছিলেন, তার বর্ণনা আছে। এটি যুক্ত করতে বলেছিল হেফাজতে ইসলাম।

২। তৃতীয় শ্রেণিতে যুক্ত করা হয়েছে 'খলিফা হযরত আবু বকর'

শিরোনামে লেখা, এটাও যুক্ত করার দাবি ছিল হেফাজতের। এটিও ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'খলিফা হযরত উমর (রা.)'। লেখাটি কার বা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। এটিও ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ূন আজাদের 'বই' কবিতাটি বাদ দিয়েছে যে কারণে তা হলো -'যে বই তোমায় ভয় দেখায়/সেগুলো কোন বই নয়/সে বই তুমি পড়বে না/যে বই তোমায় অন্ধকারে বিপথে নেয়'! হেফাজতের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ লিখিত 'বই' নামক একটি কবিতা, যা মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরআন বিরোধী। এর বদলে ঢুকেছে 'বিদায় হজ্জ' ও 'শহিদ তিতুমীর'। নিবন্ধ দুটি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে ছিল।

৫। গোলাম মোস্তফার 'প্রার্থনা' কবিতা (অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি/ বিচার দিনের স্বামী...) বাদ দেওয়া হয়েছে। এ বছরের বইয়ে নতুন যুক্ত করা হয়েছে কবি কাদের নওয়াজ রচিত 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বইতে এস ওয়াজেদ আলীর 'রাঁচি ভ্রমণ' বাদ দেওয়ার কারণ ভারতের ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। যার পরিবর্তে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ' যুক্ত হয়েছে।

৭। একই শ্রেণীর সত্যেন সেনের 'লাল গরুটা' বাদ দেওয়ার কারণ গরু মায়ের মতো উল্লেখ করে মুসলমান ছাত্রদের নাকি হিন্দুত্ববাদ শেখানো হচ্ছে। যার পরিবর্তে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'সততার পুরস্কার' যুক্ত হয়েছে।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতাটি বাদ দেওয়ার কারণ 'ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ'! কবিতায় নাকি দেবী দুর্গাকে প্রশংসা করা হয়েছে।

৯। ষষ্ঠ শ্রেণির দ্রুতপঠন আনন্দপাঠ থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'লালু' বাদ দেওয়ার কারণ কালীপূজা ও পাঁঠা বলির কাহিনী যুক্ত আছে।

১০। সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বইতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল ঘোড়া' গল্পটি বাদ দেওয়ার কারণ–গল্পে লালু নামে একটি ঘোড়া ছিল, যার মাধ্যমে মূলত পশুর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ পেয়েছে, যাতে করে নাকি মুসলমানদের পশু কোরবানীতে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এর পরিবর্তে হাবীবুল্লাহ বাহারের 'মরু ভাস্কর্য' যুক্ত হয়েছে। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত্র।

১১। কালিদাস রায়ের 'অপূর্ব প্রতিশোধ' কবিতায় ইব্রাহিমের হত্যার প্রতিশোধে মত্ত পিতা ইউসুফের ক্ষমার বিষয়টি এসেছে–তবুও কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'উপদেশ' কবিতাতে পিতামাতা এবং গুরুজনকে দেবতুল্য বলা হয়েছে। যার কারণে কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৩। রণেশ দাশগুপ্তের 'মাল্যদান' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ; অথচ এটাকেও বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৪। অষ্টম শ্রেণির বাংলা বইতে বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি বাদ দিয়ে কায়কোবাদের 'প্রার্থনা' যুক্ত করেছে।

১৫। অষ্টম শ্রেণির বাংলা দ্রুতপঠন আনন্দপাঠ থেকে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী রচিত 'রামায়ণ কাহিনী-আদিখণ্ড' শীর্ষক গল্পটি বাদ দিয়েছে; কারণ রামায়ন হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ।

১৬। নবম শ্রেণীর বাংলা বইতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' গল্পটি বাদ দেওয়ার কারণ এটি ভারতের পর্যটন স্পট বলে।

১৭। জ্ঞান দাস রচিত 'সুখের লাগিয়া' কবিতাটি বাদ দেওয়ার কারণ কবিতাদ্বয়ে রামকৃষ্ণের ভক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার পরিবর্তে শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'বন্দনা' যুক্ত করেছে।

১৮। ভারতচন্দ্র গুণাকর রচিত 'আমার সন্তান' কবিতাটি বাদ দেওয়ার কারণ কবিতায় মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভূক্তি, যেখানে দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রশংসা ও প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। যার পরিবর্তে আলাওলের 'হামদ' কবিতাটি যুক্ত করেছে, যার শুরুর কটি পংক্তি হচ্ছে: "বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম/আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তম/প্রথমে প্রণাম করি এক করতার/যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার"।

১৯। লালন শাহ রচিত 'সময় গেলে সাধন হবে না' কবিতাটি বাদ দিয়ে আব্দুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি যুক্ত করেছে।

২০। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যার পরিবর্তে গোলাম মোস্তফার 'জীবন বিনিময়' কবিতা যুক্ত করেছে।

২১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতাটি বাদ দেওয়ার কারণ সাতচল্লিশের দেশভাগকে নাকি হেয় করা হয়েছে। যার পরিবর্তে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'উমর ফারুক' যুক্ত করেছে।

বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতারা পাঠ্যপুস্তকের এসব পরিবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন দেওয়া এক বিবৃতিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমির চরমোনাই পীর মুহাম্মদ রেজাউল করীম দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও প্রতিবাদের পর সরকারের নীতি নির্ধারকেরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করায় ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানান। হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী এক বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফলে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টির গুরুত্ব ও নাজুকতা বুঝতে পেরে সিলেবাসে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন।

অন্যদিকে দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল শক্তি পাঠ্যপুস্তকের এমন পরিবর্তনে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তানজিমউদ্দিন খান বলেন, শব্দ ব্যবহার, কবিতা নির্বাচন, লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম-কেন্দ্রিক বিষয়কে সামনে আনা হচ্ছে, আর যারা একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেন, যারা ভিন্ন মতাদর্শের লেখক তাদের লেখা সরিয়ে নেয়া হয়েছে কিংবা অনুপস্থিত। তাঁর মতে, "ধর্ম কোন সমস্যা না। ধর্ম তো মানুষ স্বাভাবিকভাবে চর্চা করবে। কিন্তু ধর্মীয় পরিচিতিভিত্তিক যে বোধ, সেটাকে যখন গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয় তাহলে অন্য ধর্মের যারা আছেন তাদের জন্য একটা আশংকা এবং বিপদ তৈরি হয়"।

তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ, ৪ জানুয়ারি, ২০১৭; প্রথম আলো , জানুয়ারি ১৫, ২০১৭, এইবেলা ডট কম

বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড: গণমাধ্যমকে ময়নাতদন্তের তথ্য না দেওয়ার নির্দেশ

দেশে আইনশৃংখলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা, কিংবা তথাকথিত 'এনকাউন্টার' বা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহতের ঘটনা অব্যাহত

আছে। কখনো কখনো এইসব হত্যাকাণ্ডের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও সংশয় তৈরী হয়। মানুষ এইসব হত্যাকাণ্ডের বৈধতা এবং অপারেশনের পুলিশী ভাষ্যের সত্যতা ও সঠিকতা প্রশ্ন তোলে। সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত কুমিল্লা সেনানিবাসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার তনুর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে সন্দেহভাজন নয় জঙ্গি নিহত হওয়ার পর ব্যাপক প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এ অবস্থায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে ময়নাতদন্তের বিস্তারিত তথ্য না দিতে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর, ২০১৬

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন

ঋণের বোঝা

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশ সমীক্ষা শেষ হবার আগেই, সোনালী ব্যাংকের সর্বশেষ নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে বড় ঋণ হিসেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপরীতে ৩ হাজার কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। গত বছর ২৫ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন রাশিয়ার অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের সহায়তায় ১২০০ মেগাওয়াটের দুইটি ইউনিট অর্থাৎ মোট ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ব্যয় এবং সম্ভাব্য সমীক্ষা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বা ১৩২০ কোটি ডলার। নির্মান ব্যয়ের ৯০ শতাংশ ঋণ হিসেবে দিচ্ছে রাশিয়া। কেন্দ্রের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি বাবদ বার্ষিক ব্যয় যথাক্রমে ৫১ কোটি ৮০ লাখ ডলার এবং ১১ কোটি ২০ লাখ ডলার ধরা হয়েছে। আর মেয়াদ শেষে কেন্দ্র অপসারণ করতে ব্যয় হবে আড়াই কোটি ডলার। প্রকল্প ব্যয়ের নিরিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামগ্রিক ক্যাপিটাল ব্যয় দাঁড়াবে কিলোওয়াট প্রতি ৫ হাজার ৬০০ ডলার। অন্যদিকে চলতি বছরে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের করা পারমাণবিক চুক্তির ক্যাপিটাল ব্যয় হবে কিলোওয়াট প্রতি ২ হাজার ৯৫৫ ডলার। রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের করা চুক্তির ক্যাপিটাল ব্যয় এ অঞ্চলে সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হবে ৭ টাকা থেকে ৯ টাকা ৪০ পয়সা।

উন্নয়ন ও পরিবেশ এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা সভা

তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর পুরানা পল্টনের মুক্তি ভবনে "উন্নয়ন ও পরিবেশ: সুন্দরবন, রূপপুর এবং জ্বালানী নিরাপত্তা" শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করে। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়ার জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ড. দীপেন ভট্টাচার্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের লক হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.খালেকুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম, পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বিডি রহমতউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান, মোশাহিদা সুলতানা প্রমূখ আলোচনা করেন।

ড. দীপেন ভট্টাচার্য বলেন, "পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা, এর নিরাপত্তা বিধানের চেয়েও বড় সমস্যাটা হলো, এ থেকে যে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হবে, তা কোথায় যাবে। এতে দু'ধরনের বর্জ্য পদার্থ হয়। এক ধরনের বর্জ্যের মেয়াদ কম, সেটা ৬০ দিন থেকে দুই বছর অবধি হতে পারে। এ ধরনের বর্জ্য উত্তপ্ত থাকে এবং একে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। পানিটা গরম হয় এবং তা ক্রমাগত পরিবর্তন করতে হয়। ২০১১ সালে ফুকুশিমায় যে পারমাণবিক দুর্ঘটনা হয়েছিল তার সঙ্গে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংকটটা জড়িত। ফুকুশিমায় এ ধরনের বর্জ্য যেখানে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই পানি পাল্টানোর জন্য দুটি পাম্প ব্যবহৃত হতো। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামিতে প্রথম পাম্পটি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেখা গেল বিকল্প পাম্পটিও কাজ করছে না। ফলে ওই গরম পানি পাল্টানোর ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল এবং ডুবিয়ে রাখা বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ল। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে এরকম নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে, যা কিনা গোড়ার দিকে পরিকল্পনার সময় অনুমানও করা যায় না"। ড. খালেকুজ্জামান বলেন, "প্রকৃতিকে ধ্বংস করে যে উন্নয়নের ধারা বাংলাদেশে বহমান, এটা টেকসই উন্নয়ন নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমালার একটি স্বাক্ষরকারী দেশ। বিশ্বের আরও ১৯৫টি দেশের সঙ্গে আমরাও এই অঙ্গীকার করেছি যে, আগামী ১৫ বছর ধরে আমরা টেকসই উন্নয়নের পথে হাঁটব। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কার্যক্ষেত্রে তেমনটা ঘটছে না। বাস্তবে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিকভাবে যদি টেকসই উন্নয়নের দাবিকে সচেতনভাবে উত্থাপন না করা হয়, তাহলে সেই উন্নয়ন কখনই টেকসই হবে না"।

এদিকে গত ১৪ জানুয়ারি শনিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবেশবাদীদের সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) আয়োজিত 'স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমালা ও পরিবেশ' শীর্ষক বিশেষ সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এসব বড় উন্নয়ন প্রকল্পেই পরিবেশের ঝুঁকি রয়েছে। এসব ঝুঁকি আমলে না নিয়ে উন্নয়ন করতে গেলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যে উন্নয়নের জন্য এত কিছু করা হচ্ছে, তাও টেকসই হবে না। ফলে উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে পরিবেশ রক্ষা করে এগোতে হবে। একই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশি পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ আহমেদ বদরুজ্জামান সরকারের রামপাল কয়লাভিত্তিক ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঝুঁকিগুলো তুলে ধরে বলেন, "জাপানের ফুকুশিমা টোকিও শহর থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে এবং সেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ১৬৪। আর বাংলাদেশে পাবনায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ২ হাজার ৬১২ জন। জাপানের মতো উন্নত দেশের পক্ষে ওই দুর্ঘটনা সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল"। বাংলাদেশে রূপপুরে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তা সামলানোর মতো প্রস্তুতি, প্রযুক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য আছে কী না, সে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, ৩০ নভেম্বর, ২০১৬; সাপ্তাহিক, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৩- গ্রন্থণা: আনিস রায়হান; প্রথম আলো, জানুয়ারি ১৫, ২০১৭

গ্রন্থণা : অনুপম সৈকত শান্ত